মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

www.flid.gov.bd

ভূমিকা:

১৯৮৬ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি তথ্য সংস্থা (যা বর্তমানে কৃষি তথ্য সার্ভিস নামে পরিচিত) দ্বিধাবিভক্ত হয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮৭টি পদ নিয়ে ''মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর'' সৃষ্টি হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রচার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে থাকে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন অর্জন, উদ্ভাবন ও সাফল্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এ দপ্তর। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ একটি দ্রুত বর্ধনশীল খাত। এ খাত বর্তমান সরকারের একটি অন্যতম অগ্রাধিকারভিত্তিক খাত। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে এ খাত অনবদ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। এ ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এর সর্বোচ্চ সহনশীল (Sustainable) উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা (Food security) নিশ্চিতকরণসহ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তির (Technologies) সফল কার্যকর হস্তান্তরসহ জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি এ দপ্তরের প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়াও দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও গবেষণালব্ধ সাফল্য জনসম্মুখে এ দপ্তর তুলে ধরে চলেছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন হতেই এ দপ্তর আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন , বিশ্লেষণ এবং তদানুযায়ী তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য সম্বলিত প্রচার/সম্প্রসারণ সামগ্রী প্রদর্শন ও সরবরাহ সেবা নিশ্চিতকরণে নিবেদিত।

রূপকল্প (Vision):

বিপুল জনগোষ্ঠীকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক নতুন নতুন কলাকৌশল ও প্রযুক্তি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সচেতনতা সৃষ্টি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠিকে আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ, হাঁস-মুরগি পালন ও গবাদিপশু পালন সংক্রান্ত প্রযুক্তি অবহিতকরণসহ উন্নত কলাকৌশল ও প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাবলী ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার।

অভিলক্ষ্য (Mission):

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠির মাঝে আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও তাঁদের উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত উন্নত কলাকৌশল ও আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক তথ্যাবলী বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে সরবরাহ সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য অত্র দপ্তরকে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভান্ডার' হিসেবে রূপায়িত করে তথ্য প্রবাহের আধুনিক কলাকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

প্রধান কার্যাবলী (Main Functions) :

- নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ- মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদির উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং দৈনন্দিন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণা ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- বিভিন্ন ধরণের জলজসম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা ও খরা পরবর্তী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পুনর্বাসনে করণীয় সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার কার্যক্রম;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন সম্প্রসারণ ও প্রকাশনা সামগ্রী মুদ্রণ ও সরবরাহ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে টিভি ফিলার, টেলপ, জিঙ্গেল ও তথ্যচিত্র তৈরি ও প্রচার;
- তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে চাষ ব্যবস্থাপনায় নতুন মৎস্য প্রজাতির অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং এর চাষ পদ্ধতির সম্প্রসারণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ বিষয়ক সকল আইন ও বিধিবিধান ব্যাপকভাবে প্রচার;
- মৎস্য ও পশু-পাখির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার/প্রচারণা;
- সুফলভোগীদের সাথে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং গড়ে তোলা;
- কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- গ্রামীণ জনগণকে মৎস্য চাষ ও পশুপাখি পালনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কে পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা;
- জাটকা নিধন প্রতিরোধসহ দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার,পুস্তক-পুস্তিকা, মাসিক বার্তা ইত্যাদি প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী মুদ্রণ ও বিনামূল্যে সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ;
- মৎস্য প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত অধিক সংখ্যক ফিচার প্রকাশের ব্যবস্থা করা;

- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক আধুনিক তথ্যাবলী প্রদর্শন;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার,প্রশিক্ষণ,মেলা,কর্মশালা প্রভৃতির ভিডিও চিত্র ও স্থিরচিত্র ধারণ, সংরক্ষণ ও প্রচার।

বিগত ১২ বছর (২০০৮-২০২০) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন ঃ

(১) ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহকে কম্পিউটারাইজড করার পদক্ষেপ গ্রহণ ঃ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে সদর দপ্তর ও এর অধীন আঞ্চলিক অফিস সমূহকে ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ দপ্তরের Website(www.flid.gov.bd)এর মানোন্নয়ন ও হালনাগাদ করা হয়েছে। তাছাড়া আঞ্চলিক অফিসসমূহে ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দাপ্তরিক গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদান ও কাগজের ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশ বান্ধব অফিস কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ই-ফাইলিং পদ্ধতির ব্যবহার শুরু হয়েছে।

(২) পোস্টার মুদ্রণ ঃ জাটকা সংরক্ষণ, মৎস্য অভয়াশ্রম , পুকুরে কার্প-গলদা মিশ্র চাষ , মৎস্য সংরক্ষণ আইন , পিপিআর রোগ থেকে ছাগলকে বাঁচানোর উপায়, ক্ষুরা রোগ দমনে করণীয় সংক্রান্ত, মৎস্য সম্প্রসারণ, পিরানহা মাছ সম্পর্কিত তথ্যাদি, ইলিশ অভয়াশ্রম, এনথ্রাক্স রোগ প্রতিরোধে করণীয়, বিশ্ব জলাতংক দিবস, প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ, জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস, কোরবানির জন্য সুস্থ-সবল পশু চেনার উপায়, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক দিবস, প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ, লাম্পি স্কিন ডিজিজ সম্পর্কে সচেতনতামূলক পোস্টারসহ মুজিব বর্সং উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার পোস্টার মুদ্রণ করে সারা দেশে বিতরণ করা হয়েছে।

(৩) লিফলেট মুদ্রণ ঃ এনথ্রাক্স রোগ প্রতিরোধে করণীয়, বন্যাত্তোর পুনর্বাসনে কৃষকদের করণীয়, রুই জাতীয় মাছের গুনগত রেণু/পোনা উৎপাদন, গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ, হাঁস-মুরগির ডিম সংরক্ষণ, পুকুরে সুষম খাদ্য প্রয়োগ, মৎস্য হ্যাচারি আইন-২০১০, মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন- ২০১০, ইলিশ অভয়াশ্রম, খাঁচায় মাছ চাষ, মাছের ক্ষত রোগ, গলদা চিংড়ি পিএলনার্সারী, গবাদিপশুর কৃমি দমন, ছাগল পালন, কোরবানীর পশুর চামড়া সঠিকভাবে ছাড়ানো ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, বিশ্ব জলাতংক দিবস, গবাদিপশুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ, গবাদিপশুর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হৃষ্ট-পুষ্ট করণ, গবাদিপশুর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশুর চামড়া ছড়ানো ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে লিফলেট মুদ্রণ করে দেশের সর্বত্র বিতরণ করা হয়েছে।

(৪) পুস্তিকা মুদ্রণ ঃ নিবিড় মাছ চাষ নির্দেশিকা, মৎস্য উন্নয়নে প্রযুক্তি সহায়ক কর্মসূচি, প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার, কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, ব্রয়লার মুরগী পালন, কৈ শিং মাগুর মাছ চাষ, অগ্রগতির ৩ বছর, উন্নয়নের ৪ বছর,সাফল্যের ৫ বছর অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং গাভীর জাত উন্নয়ন বিষয়ে, ইনোভেশন প্রতিবেন-২০১৬, তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা-২০১৭, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে মানব সম্পদ উন্নয়ন, "Twenty-Ninth Info fish Governance Council Meeting" এর পুস্তক প্রণয়ন,সাফল্যের ৮ বছর, তথ্য অবমুক্তকরণ নীতিমালা, ইনোভিশন প্রতিবেদন-২০১৬ ইত্যাদি পুস্তক ও পুস্তিকা প্রকাশ ও প্রচার করা হয়েছে।

(৫) বার্ষিক প্রতিবেদন ঃ প্রতি বছর মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের উপর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ করে বিতরণ করা হচ্ছে।

(৬) ফোল্ডার ঃ বিভিন্ন ধরনের ফোল্ডার যেমন-জাটকা রক্ষা, খাঁচায় মাছ চাষ, পিপিআর রোগ ও তার প্রতিকার, মৎস্য আইন মেনে চলুন, পুকুরে সুষম সার প্রয়োগ ও রোগ প্রতিষেধক ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র বিমোচনে ছাগল পালন, মৎস্য খাদ্য আইন, মৎস্য হ্যাচারী আইন, কোরবানীর পশুর চামড়া সঠিকভাবে ছাড়ানো ও সংরক্ষণ পদ্ধতি, বসত বাড়ীতে মুরগী পালন, কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ, পাঙ্গাস চাষ, কৈ শিং মাগুর মাছ চাষ, কোয়েল পালন, কবুতর পালন, দেশী ছোট মাছের চাষাবাদ ও সংরক্ষণ, পুকুরে পাঙ্গাস মাছের মিশ্র চাষ, টেংরা মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন, হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধে করণীয়, একোয়াপনিক গার্ডেনিং ও ভাসমান খাঁচায় মাছ চাষ,তিতির পালন, গোলসা মাছ চাষ, তড়কা বা এনথ্রাক্স রোগ ও প্রতিকার , গুজি আইড় মাছের কৃত্রিম প্রজনন, গনিয়া মাছের চাষ ও প্রজনন, জলাতঙ্ক ইত্যাদিবিষয়ে ফোল্ডার মুদ্রণ করে সারা দেশে বিতরণ করা হয়েছে।

(৭) টিভি ফিলার/ টিভি টেলপ/ জিঙ্গেল/ টিভিসি ঃ টিভি ফিলার, টিভি টেলপ, জিঙ্গেল ও টিভিসি প্রস্তুত করে বিটিভি ও অন্যান্য বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচার করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে অভয়াশ্রমে নির্ধারিত সময়ে সব ধরণের মাছ ধরা নিষিদ্ধ, মৎস্য অভয়াশ্রম, মা মাছ, জাটকা সংরক্ষণ, খাদ্য নিরাপত্তায় আমিষ, প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ, দিন বদলের সুবাতাস, এনথ্রাক্স রোগ, বিষাক্ত মাছ বিষাক্ত জীবন, ফরমালিন মুক্ত মাছ চাই, মাছ চাষে শান্তি আসে, মুরগি আমার সুখের ঠিকানা, গরু মোটাতাজাকরণ,পশু বীমা, গাভীর জাত উন্নয়ন, ক্ষুরা রোগ, জল আছে যেখানে মাছ চাষ সেখানে, কোরবানির জন্য সুস্থ-সবল গবাদিপশু ক্রয় করুন, উন্নত জাতের মহিষ পালুন, নিরাপদ মাংস উৎপাদনের সহজ উপায়, লাম্পি স্কিন ডিজিজ , মা ইলিশ রক্ষা করুন-সারা বছর ইলিশ ধরা বন্ধ রাখুন, ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা, কোরবানির জন্য সুস্থ সবল পশু ক্রয়ে ভেটেরিনারি সহায়তা নিন, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৮) ডকু ড্রামা/ প্রামাণ্য চিত্র ঃ 'খাদ্য নিরাপত্তায় আমিষ' 'রূপালী ইলিশে সোনালি দিন' এবং 'নিরাপদ মাছে ভরব দেশ বদলে দেব বাংলাদেশ' এবং গবাদিপশুর ক্ষুরা রোগ, মধ্যম আয়ের দেশ গঠনে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা, প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ-২০১৭, বাংলাদেশের মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাফল্য, মহিষের জাত উন্নয়ন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বঙ্গবন্ধুর অবদান, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অর্জিত সাফল্য,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় আমাদের অগ্রগতির সোপান, সাফল্যের শীর্ষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ইত্যাদি বিষয়ে ডকুড্রামা নির্মাণ পূর্বক বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ব্যাপক প্রচার করা হয়েছে।

এক নজরে বিগত ১২ অর্থবছরের মুদ্রণসামগ্রী

অর্থবছর	মাসিক পত্রিকা	ফোল্ডার	পোস্টার	লিফলেট	পুস্তক/ পুস্তিকা	ডকুড্রামা/ ফিলার/টিভিসি	মন্তব্য
২০০৮-০৯	-	২০,০০০	১০,০০০	২০,০০০	-	১	
২০০৯-১০	১,২০,০০০	১,৫০,০০০	১,০০,০০০	১,২৫,০০০	২০,০০০	৫	কর্মসূচি চলমান ছিল
২০১০-১১	১,২০,০০০	৫০,০০০	৫৫,০০০	৭৫,০০০	৩০,০০০	৭	
২০১১-১২	১,২০,০০০	২,৩৫,০০০	৩৫,০০০	২,৯০,০০০	৫৭,০০০	৭	
২০১২-১৩	-	৮০,০০০	৬০,০০০	৬৫,০০০	৩২০০	২	
২০১৩-১৪	-	৪০,০০০	৭০,০০০	১,০২,৪০০	১০০০	৫	
২০১৪-১৫		২,০০,০০০	৪৮০০০	৭৫,০০০	৮০০	৪	
২০১৫-১৬	-	৫০,০০০	৭০,০০০	৭৫,০০০	১৭২৫	৭	
২০১৬-১৭	-	১,৮০,০০০	৭২,০০০	৮৫,০০০	৪২০০	৬	
২০১৭-১৮	-	১,২০,০০০	৮০,০০০	১,২০,০০০	২৫০৫	১১	
২০১৮-১৯	-	১,৭৫,০০০	৯০,০০০	১,৫০,০০০	১০২০	৮	
২০১৯-২০	-	১,০০,০০০	৮০,০০০	৯০,০০০	১০০৫	৭	
২০২০-২১	-	-	৭০,০০০	২৫,০০০	-	২	৩০-০৯-২০২০ পর্যন্ত

(৯) বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ : জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, কোরবানির পশুর চামড়া ছাড়ানো ও বর্জ্য অপসারণ, জাটকা সপ্তাহ, গবাদিপশুর লাম্পি স্কিন ডিজিজ, এনথ্রাক্স রোগ, ক্ষুরারোগ,প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশ ধরা বন্ধ রাখা, সামদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের লক্ষে দক্ষ জনশক্তি গড়ার প্রতিষ্ঠান- মেরিন ফিসারিজ একাডেমী, ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসহ বিভিন্ন সাময়িকীতে নিয়মিত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।

(১০) জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা ঃ এ দপ্তরের 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্যসেবা জোরদারকরণ কর্মসূচি' শীর্ষক কর্মসূচি (২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২) চলাকালে গাজীপুর, সিরাজগঞ্জ, গোপালগঞ্জ এবং লক্ষীপুর জেলায় ১ দিনের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা সম্পন্ন করা হয় । মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত স্থায়ী কমিটির সম্মানিত সদস্য ও স্থানীয় সংসদ সদস্যসহ এলাকার সকল স্তরের জনপ্রতিনিধি , লিডিং খামারী, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মী স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এ সকল কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

নেত্রকোণা জেলায় এক দিনের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালায় লিডিং খামারী, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যক্তি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের লাগসই প্রযুক্ত সম্পর্কে অবহিত করা হয়। রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগে বিভাগীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের ৩ দিনের তথ্য অবহিতকণ কর্মশালা সম্পন্ন করা হয়। এ কর্মশালায় লিডিং খামারী, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ,ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের লাগসই প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত হন।

যশোর, গোপালগঞ্জ, কক্সবাজার এবং রাজশাহী জেলায় এক দিনের উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালায় লিডিং খামারী, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ব্যক্তি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ কে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের লাগসই প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত করা হয়।

(১১) অঞ্চলভিত্তিক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর ঃ ডেইরি সমৃদ্ধ সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলার উল্লাপাড়া, শাহজাদপুর, বেড়া, সাথিয়া উপজেলায় প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও ডেইরি খামারীদের নিয়ে ৩টি অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরের আয়োজন করা হয়। প্রতি ব্যাচে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী ৩দিন ব্যাপী বাথান এলাকায় অবস্থান করে গবাদিপশু পালন ও প্রজনন,ঘাস চাষ, দুধ সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ প্রভৃতির উপর বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

এ ছাড়াও মাছ চাষে অপেক্ষাকৃত উন্নত এলাকা যেমন-কুমিল্লার দাউদকান্দি, ময়মনসিংহ ও চাঁদপুর এই তিনটি জেলার বিভিন্ন উপজেলার মৎস্য কর্মকর্তা ও মৎস্য খামারীদের নিয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতি ব্যাচে ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থি ৩ দিনের এই অভিজ্ঞতা বিনিময় সফরে অংশগ্রহণ করেন।

(১২) মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ঃ ভোলা, সাতক্ষীরা, চাঁদপুর, নোয়াখালী, কক্সবাজার, বরিশাল, বরগুনা, বাগেরহাট, লক্ষ্মীপুর ও পটুয়াখালী এই ১০ টি জেলার উপকূলীয় এলাকার মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রতি ব্যাচে ৩০ জন মৎস্যজীবীকে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

কর্মসূচি চলাকালে (২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২) এক নজরে প্রশিক্ষণ

সময়কাল	প্রশিক্ষনের সংখ্যা	অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা
২০০৯-১০ অর্থবছর	৫	১৬০০ জন
২০১০-১১ অর্থবছর	৪	৫০০ জন
২০১১-১২ অর্থবছর	২১	২৩৭৫ জন

(১৩) ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে স্ক্রল প্রচারঃ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ , ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা, লাম্পি স্কিন ডিডিজ সম্পর্কে, জাটকা সপ্তাহ, প্রধান প্রজনন মৌসুমে ২২ দিন ইলিশ ধরা বন্ধ ইত্যাদি বিষয়ে বিটিভিসহ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেলে স্ক্রল প্রচার করা হয়।

(১৪) নিয়োগ ঃ ১৯৮৬ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি তথ্য সংস্থা (যা বর্তমানে কৃষি তথ্য সার্ভিস নামে পরিচিত) দ্বিধা বিভক্ত হয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮৭টি পদ নিয়ে **"মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর"** সৃষ্টি হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরটি সাবেক কৃষি তথ্য সংস্থা থেকে আলাদা হবার পর থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত এ দপ্তরের কোন নিয়োগবিধি ছিল না। অবসর ও মৃত্যুজনিত কারনে পদ শূন্য হলেও নিয়োগবিধির অভাবে শূন্য পদ পূরণ করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে মোট ৮১টি পদ সমন্বয়ে এ দপ্তরের নিয়োগবিধি অনুমোদিত হয়। নিয়োগবিধি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে ডিসেম্বর ২০১৮ সালে ১৯ জন কর্মকর্তা- কর্মচারী এবং ২০২০ সালে ১০ জন কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের সুপ্যুরশের ভিত্তিতে একজন ১ম শ্রেনীর কর্মকর্তা নিয়োগ লাভ করেন।

(১৫) টক-শো ঃ বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সপ্তাহ, মা ইলিশ সংরক্ষণ, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস, বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা দিবস, মা ইলিশ সংরক্ষণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'টক শো' আয়োজন করা হয়।

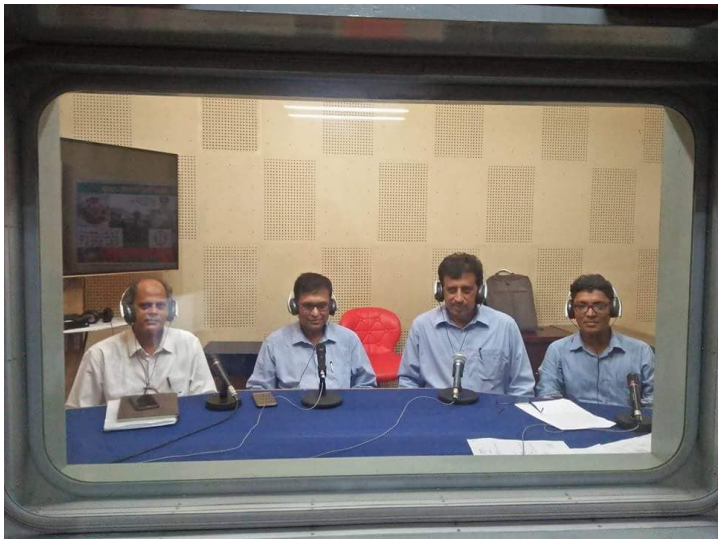

উন্নয়ন প্রকল্পঃ

ইতঃপূর্বে এ দপ্তর রুটিন দায়িত্ব হিসেবে রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রচার কাজ চালিয়ে আসছিল। ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বর্তমান সরকারের আমলে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্যসেবা জোরদারকরণ কর্মসূচি' নামক ৬.১৫ কোটি টাকার একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচি'র আওতায় মৎস্য প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের প্রচারনার কাজে গতিশীলতা আসে। এ কর্মসূচির আওতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্মসূচির মেয়াদকালে (২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২) প্রচুর পরিমানে পোস্টার , পুস্তক , পুস্তিকা, লিফলেট ও ফোল্ডার মুদ্রণ করে জনগনের মাঝে বিতরন করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় ফিলার, জিঙ্গেল, ডকুড্রামা, প্রামাণ্যচিত্র, টিভিসি ইত্রাদি নির্মাণ করে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় ব্যপকভাবে প্রচার করে। কর্মসূচির সময়কালে এ দপ্তর হতে নিয়মিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হয়েছে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত জনগুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞপ্তি ব্যপকভাবে প্রচার করা হয়েছে । তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার কাজে আধুনিকতা ও গতিশীলতা আনায়নের লক্ষ্যে ২০টি কম্পিউটার, ৪টি ল্যাপটপ,ডিজিটাল স্টিল ক্যামেরা ও ভিডিও ক্যামেরা ক্রয় করা হয়েছে। তাছাড়াও একটি ভিডিও এডিটিং প্যানেল স্থাপন করা হয়। প্রচার কার্যে সুবিধার জন্য একটি মাইক্রোভ্যান ক্রয় করা হয়েছে। জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা, অঞ্চলভিত্তিক অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর, মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান, এবং সভা/সেমিনার/কর্মশালা ইতাদি এ কর্মসূচির সময়কালে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী ।

বাজেটঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর এর বিগত ১২ বছরের বাজেট বরাদ্দের বিবরণীঃ

আর্থিক সাল	বাজেট বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)		
	রাজস্ব বাজেট	কর্মসূচি বাজেট	মোট বাজেট বরাদ্দ
২০০৮-২০০৯	১১২.০৮	-	১১২.০৮
২০০৯-২০১০	১১৬.০২	১৯৮.৫০	৩১৪.৫২
২০১০-২০১১	১১৭.৫০	২৩৫.১০	৩৫২.৬০
২০১১-২০১২	১২৯.৮৩	১৮১.৪০	৩১১.২৩
২০১২-২০১৩	১৩৪.৫০	-	১৩৪.৫০

২০১৩-২০১৪	১৩৯.০০	-	১৩৯.০০
২০১৪-২০১৫	১৫৩.০০	-	১৫৩.০০
২০১৫-২০১৬	২১২.৭৩	-	২১২.৭৩
২০১৬-২০১৭	২১৭.০০	-	২১৭.০০
২০১৭-২০১৮	২৬৪.০৩	-	২৬৪.০৩
২০১৮-২০১৯	৩১২.৪০	-	৩১২.৪০
২০১৯-২০২০	৩৬৩.৭৯	-	৩৬৩.৭৯
২০২০-২০২১	৪২৫.০০	-	৪২৫.০০

আইন ও বিধিমালা ঃ

১৯৮৬ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি তথ্য সংস্থা (যা বর্তমানে কৃষি তথ্য সার্ভিস নামে পরিচিত) দ্বিধাবিভক্ত হয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ৮৭টি পদ নিয়ে ''মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর'' সৃষ্টি হয়। আলাদা হবার পর থেকে এ দপ্তরের কোন নিয়োগবিধি ছিল না। পরবর্তীতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে মোট ৮১টি পদ নিয়ে ''মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের (তথ্য দপ্তর কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০১৭'' অনুমোদিত হয়। অত্র নিয়োগবিধির আলোকে দীর্ঘদিনের শূন্য হয়ে যাওয়া পদগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ২০২০ সালের মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন পদে ২৯ জন কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয়।

সুশাসন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ঃ

১. **শুদ্ধাচার চর্চা ঃ** জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত এ দপ্তরে একটি শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। অত্র দপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ইন-হাউস প্রশিক্ষণে শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

২. সিটিজেন চার্টার ঃ

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টিকরণ।
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে উদ্বুদ্ধকরণ।
- বিভিন্ন ধরনের জলজসম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ব্যাপক জনগোষ্ঠিকে উদ্বুদ্ধকরণ।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা ও খরা মোকাবেলায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পুনর্বাসনে করণীয় বিষয়ে পত্র-পত্রিকা এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াতে বিজ্ঞাপন।
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন সম্প্রসারণ ও প্রকাশনা সামগ্রী মুদ্রণ ও সরবরাহ প্রদান।
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে প্রযুক্তি নির্ভর টিভি টেলপ, ফিলার, জিঙ্গেল ও তথ্য চিত্র তৈরী ও ব্যাপক প্রচার/প্রচারণা।
- তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে চাষ ব্যবস্থাপনায় নতুন মৎস্য প্রজাতির অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং চাষ পদ্ধতির সম্প্রসারণ।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চাষীদের সর্বশেষ উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বিষয়ে মাঠ সফর ও প্রশিক্ষণ প্রদান।
- জলজসম্পদের ওপর কৃষি জমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহারের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে অবহিতকরণ।
- মৎস্য সংরক্ষণ আইন, জাটকা নিধন প্রতিরোধসহ সকল আইন ও বিধিবিধান জনসচেতনতার জন্য ব্যাপক প্রচার।
- মৎস্য ও পশুপালন বিষয়ক বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার /প্রচারণা।
- সুফলভোগীদের সাথে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ নেটওয়ার্কি গড়ে তোলা।
- মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।
- গ্রামীণ জনগণকে মৎস্য চাষ ও পশুপাখি পালনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি।
- বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কে পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- জাটকা নিধন প্রতিরোধসহ দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণে রেডিও, টেলিভিশন ও পত্র পত্রিকায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত অধিক সংখ্যক ফিচার প্রকাশের ব্যবস্থা করা।
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মৎস্য ও প্রণিসম্পদ বিষয়ক আধুনিক তথ্যাবলী প্রদর্শন করা ।
- জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ও জাটকা সপ্তাহ উপলক্ষে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার ইত্যাদি মুদ্রণপূর্বক বিতরণ করা। এ ছাড়াও টিভি ফিলার, টিভি স্পট, ডকুড্রামা ইত্যাদি নির্মাণ এবং বিটিভিসহ বিভিন্ন বেসরকারি টিভি চ্যানেলে প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান, সেমিনার, প্রশিক্ষণ, মেলা, কর্মশালা, প্রভৃতির ভিডিও চিত্র ও স্থির চিত্র ধারণ, সংরক্ষণ ও প্রচার করা।

৩. **অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা ঃ** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরে অভিযোগ প্রতিকারের লক্ষ্যে একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তাছাড়া দপ্তরে একটি অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হবে। এ বিষয়ে নিয়মিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।

৪. **তথ্য অধিকার আইন ঃ** তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ১০ অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও একজন আপিল কর্মকর্তা রয়েছেন। এ দপ্তর কর্তৃক মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয়ের 'তথ্য অবমুক্তকরণ নির্দেশিকা ২০১৭' প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে এ নির্দেশিকা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে হালনাগাদ করা হয়। সর্বশেষ হালনাগাদকৃত নির্দেশিকা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হয়েছে।

৫. **সেবা সহজিকরণ ঃ** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্যসেবা সহজিকরণের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর জাতীয় ওয়েব পোর্টালের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দপ্তরের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হচ্ছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। তাছাড়া জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ফেসবুক পেইজ খোলা হয়েছে।

৬. **ই-ফাইলিং ঃ** দ্রুততম সময়ে দাপ্তরিক নথি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন এবং কাগজবিহীন দপ্তর বিনির্মাণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর ই-ফাইলিং সিস্টেমে যুক্ত হয়েছে। দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ই-ফাইলিং বিষয়ে ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৭. **বার্ষিক কর্মসম্পদন চুক্তি ঃ** মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর বিগত ২০১৯-২০ অর্থ বছর হতে মন্ত্রণালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন করে আসছে। সর্বশেষ গত ২৮-০৭-২০২০ তারিখে ২০২০-২১ অর্থ বছরের জন্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী দপ্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৮. **আন্তর্জাতিক সংস্থা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম ঃ** এ দপ্তরের সাথে আন্তর্জাতিক কোন সংস্থার কার্যক্রমের ষংশ্লিষ্টতা নেই।

উপসংহার:

দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা বাড়লেও গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। প্রাণিজ আমিষ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা , মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উদ্ভাবিত জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ও বেকার কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে মাছ চাষ ও গবাদিপশু-পাখি পালনে উদ্বুদ্ধ করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ।